প্রথম আলো

তারিখ ... NOV. ১৪.2006

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম .. ৬....

৫৭

স্কুলে পাঠ্যসূচি শেষ হয়নি, বার্ষিক ও অন্যান্য পরীক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা

শতদল সরকার

চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে স্কুলে স্কুলে আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা। এর আগে বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট, পূজা ও রোজার ছুটি, হরতাল, অবরোধ,এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে প্রায় তিন মাস ক্লাস হয়নি। ইতিমধ্যে অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্যসূচি অসম্পূর্ণ রেখেই দ্বিতীয় সাময়িক ও দশম শ্রেণীর প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এখন রাজধানীর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে আসন্ন বার্ষিক এবং দশম শ্রেণীতে মাধ্যমিকের নির্বাচনী ও নিম্ন মাধ্যমিকের বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে আরও বেশি দুর্গতি আশঙ্কা ভয় করছেন। চলতি মাসেই রাজধানীর প্রায় সব স্কুলে এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ ছাড়া দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে মাধ্যমিক পরীক্ষার নিবন্ধন।

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশ আছে দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা ৯ থেকে ২২ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার। এই ১৩ দিনের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করে নভেম্বরের শেষ দিকে ফলাফল জানানো হলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার নিবন্ধন। এরই মধ্যে চলবে সব শ্রেণীর বার্ষিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা। শিক্ষকদের আশঙ্কা, পাঠ্যসূচি তো শেষ হয়ইনি, রাজনৈতিক সংকট না কাটলে পরীক্ষাগুলো হওয়াই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, ৩ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট প্রায় দেড় মাস চলেছে শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট। ১৭ আগস্ট স্কুল খুলে চলে প্রায় মাসদেড়েক। সে সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ও দশম শ্রেণীতে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা হয়। তারপর আবার ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় পূজার ছুটি।

বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, তখন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি শেষ না করেই পরীক্ষা দিতে হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলও তাই আশানুরূপ হয়নি। স্কুলটি তিন মাস পরে ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার খুলেছে। ১০ নভেম্বর এ স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষায় ৭২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে। এখান থেকে নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষা দেবে ২০ জন শিক্ষার্থী।

পুরান ঢাকায় স্কুল আছে শতাধিক। প্রায় সবখানেই একই সমস্যা। অধিকাংশ স্কুলেই মাধ্যমিকের নির্বাচনী ও নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে অনেক শিক্ষার্থী। বাংলাবাজারের কে এল জুবিলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে নির্বাচনী পরীক্ষায় ৪০০ ও নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে। লক্ষীবাজারের সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে নির্বাচনী পরীক্ষা দেবে ১৪২ ও বৃত্তি পরীক্ষা দেবে ৮০ জন। টিকাটুলীর সরকারি কামরুন্নেসা এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

স্কুলে পাঠ্যসূচি শেষ হয়নি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে নির্বাচনী পরীক্ষার্থী প্রায় ২৫০ ও বৃত্তি পরীক্ষার্থী ৬৫ জন।

একই রকম চিত্র পাওয়া গেছে শাঁখারীবাজারের পোগোজ স্কুল, আরমানীটোলা গভর্নমেন্ট হাইস্কুল, হাম্মাদিয়া উচ্চবিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে। প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক ও অষ্টম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা তীব্র।

অভিভাবকেরা ক্ষুব্ধ যে, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যসূচি শেষ না করেই বার্ষিক পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। শিলা বিশ্বাসের ছেলে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যূথী মণ্ডলের মেয়ে হলিক্রস গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। দুই মা-ই জানান, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরজুড়ে চলেছে পূজা ও রোজার ছুটি। এখন স্কুলগুলো খুলছে। তবে বাচ্চাদের কোনো পড়াশোনাই হয়নি।

লক্ষীবাজারের সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন *প্রথম আলোকে* বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ক্লাস চললে বাড়িতেও পড়তে বসে। কিন্তু ক্লাস বন্ধ থাকলে তারা বাড়িতেও পড়াশোনা করে না। সুতরাং নিয়মিত ক্লাস না হলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায়ও মনোযোগ থাকে না। গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের চরম ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, এখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে। বার্ষিক পরীক্ষাই ঠিক সময়ে হয় কি না কে জানে।